بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

মিথ্যার ন্যায় জঘন্য জিনিস নেই

মিথ্যাও একটা প্রতিমার ন্যায়, যার উপর আস্থা পোষণকারী খোদার উপর আস্থা ত্যাগ করে। তাই মিথ্যাচারের ফলে খোদাতা'লাও দূরে সরে যায়। সুতরাং পবিত্রতা অর্জনের জন্য জরুরী যে, মিথ্যা এবং প্রত্যেক শির্ক থেকে মানুষ বিরত থাকবে।

অহঙ্কার শয়তান থেকে উদ্ভূত এবং শয়তানী কর্মে প্ররোচিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি না করবে এটি সত্য গ্রহণে এবং ঐশী পুরষ্কারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৬ই জুন ২০১৭-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি বলেছিলাম যে, তাকওয়ার জন্য উত্তম চরিত্র হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশিকা হল যে, একজন মানুষ মুত্তাকী তখনই হতে পারে যখন তার মধ্যে সমস্ত নৈতিক উপাদান বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং মু'মিনকে সর্বদা এই চেষ্টা করা উচিত যে, সমস্ত নৈতিক গুণাবলী সে যেন ধারণ করে। তখনই সেই উচ্চমানের নৈতিকতা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারবে যা এক মুত্তাকীর জন্য দরকার, কিন্তু কিছু নৈতিকতার বিষয় এমন সেগুলি যদি একজন মুমিনের মধ্যে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে তার ঈমানে একটা আচ্ছন্ন ভাব থেকে যায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল মিথ্যাকে পরিহার করা। কোরআন করীমে আল্লাহ্তা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ অতএব তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর। (সূরা হজ্জ : ৩১)। প্রতিমা পূজা এবং মিথ্যাকে একসঙ্গে করে তিনি (আ.) এটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যদি তোমাদের মধ্যে সততা না থাকে, সত্য কথা বলার অভ্যাস না থাকে তবে সেটি এমনই বড় গুনাহ্ যেভাবে প্রতিমা পূজার দ্বারা হয়ে থাকে। এটা হতেই পারে না যে, একজন মুমিন খোদাতা'লার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস পোষণ করবে আবার প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্যভাবে প্রতিমার অপবিত্রতাতেও নিযুক্ত থাকবে।

সুতরাং এটি প্রকাশ্য এবং পরিষ্কারভাবে একটি সতর্ক বাণী একজন ঈমানের দাবীকারকের জন্য যে, যদি মুমিন হও তাহলে সততার উৎকর্ষতাকে ধারণ করতে হবে, নয়তো নিজেদের ঈমান সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ ব্যাপারে খুবই বেদনা প্রকাশ করেছেন, যা প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা নিজেদের সামনে রাখা উচিত, যাতে আমরা নিজেদের ঈমানকে শক্তিশালী করে তাকওয়ার দিকে অগ্রসর হতে পারি। তিনি বলেন, "কোরআন শরীফ মিথ্যাচারকে প্রতিমা পূজার সমতুল্য বর্ণনা করেছে, যেভাবে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ অতএব তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর। (সূরা হজ্জ : ৩১)। অর্থাৎ মিথ্যাও একটা প্রতিমার ন্যায়, যার উপর আস্থা পোষণকারী খোদার উপর আস্থা ত্যাগ করে। তাই মিথ্যাচারের ফলে খোদাতা'লাও দূরে সরে যায়। সুতরাং পবিত্রতা অর্জনের জন্য জরুরী যে, মিথ্যা এবং প্রত্যেক শির্ক থেকে মানুষ বিরত থাকবে"।

তিনি (আ.) বলেন, "মিথ্যাকে প্রতিমার সমকক্ষ রাখা হয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা একটা প্রতিমারই ন্যায়, নয়তো সত্যকে ছেড়ে কেন সব এদিকে ধাবিত হচ্ছে। মিথ্যাচারীদের প্রতি বিশ্বাস এতটাই কম হয়ে যায় যে, যদি তারা সত্যও বলে তথাপিও মনে করা হয় যে, তার মধ্যে হতে পারে কিছু মিথ্যা অবশিষ্ট আছে। যদি মিথ্যাচারীরা নিজেদের মিথ্যাচারকে কমাতে চেষ্টা করেও থাকে তথাপিও তা সহজে সম্ভব হয় না"।

তিনি (আ.) বলেন, "দীর্ঘদিন সাধনা করার পর তবেই সত্য বলার অভ্যাস তারা লাভ করবে। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে নির্বোধ মানুষেরা আল্লাহ্তা'লাকে পরিত্যাগ করে পাথরের দিকে অবনত হয়েছে অনুরূপভাবে সত্য ও সদাচারকে পরিহার করে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে মিথ্যাকেই তারা প্রতিমা সাব্যস্ত করেছে। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর

কি হতে পারে যে, মিথ্যাকেই নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভের মানদন্ড নির্ধারণ করেছে কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, পরিশেষে সত্যই বিজয় লাভ করবে। পুন্য এবং বিজয় গৌরব তার জন্যই নির্ধারিত। তিনি (আ.) বলেন, খুব স্মরণ রেখো মিথ্যার ন্যায় অপবিত্র জিনিস আর কিছু নেই। সাধারণত জগতপূজারীরা এ কথা বলে থাকে যে, ধার্মিকরাই গ্রেপ্তার হয়ে যায়, কিন্তু আমি কেমন করে একথা বিশ্বাস করি। আমার উপর সাতটা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এবং কোন একটিতেও আল্লাহতা'লার ফজলে একটি শব্দও মিথ্যা লেখার প্রয়োজন পড়ে নি। আল্লাহতা'লা স্বয়ং সত্যবাদীর পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হয়ে থাকে। এটা কি সম্ভব সে সত্যবাদীকে সাজা দেবে? যদি এমনটা হত তাহলে পৃথিবীর কেউই সত্য বলার সাহস করত না এবং খোদাতা'লার প্রতি বিশ্বাস উঠে যেত। সেক্ষেত্রে সত্যবাদীরা তো জীবিত থেকেও মৃতের ন্যায় হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন যে, প্রকৃত কথা এটাই যে, সত্য বলার জন্য যে সাজা পেয়ে থাকে তা তার সত্য বলার কারণেই হয় না বরং সেই সাজা তার কিছু গোপন থেকে গোপনতর পাপ কার্যের দরুন-ই হয়ে থাকে। খোদাতা'লার নিকট তো তাদের নোংরামি এবং ঔদ্ধত্যের একটা ধারাবাহিকতা অবশিষ্ট থাকে। তাদের অনেক গুনাহ্ হয়ে থাকে এবং কোনও না কোনটাতে সাজা পেয়ে থাকে। তিনি বলেন, চিরস্থায়ী পুন্যের প্রতি অভ্যাস করা উচিত এবং পুন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মানুষ যখন ইস্তেগফার করে এবং পাপ কাজ থেকে বাঁচার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে এগুলির উপর অবিচলতা বজায় রাখা উচিত।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, জগতপূজারীদের অবস্থা এমন যে, প্রতিটা ক্ষেত্রে তুচ্ছ তুচ্ছ কথাতেও তারা মিথ্যা বলে থাকে। কয়েক দিন পূর্বে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে একটি বড় প্রবন্ধ এসেছে মিথ্যার উপরে, সেখানে এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল যে, আমরা মিথ্যা কেন বলবো। তারা যে সার্ভে করেছিল সেখানে জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দিনে তিন থেকে চারটি মিথ্যা কথা বলে এবং বিভিন্ন ধরণের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কাউকে পথপ্রদর্শন করতে হলে সঠিক করে না বরং সেখানেও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, কাউকে ধোকা দিতে গেলে সেখানেও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, নিজের দুর্বলতা সমূহ ঢাকার জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, নিজের সম্পর্কে ভুল প্রভাব তৈরী করার জন্যও মিথ্যা বলা হয়ে থাকে, আত্মতুষ্টির জন্যও মিথ্যা বলে থাকে। এগুলো তো ছোট ছোট মিথ্যা মাত্র। বড় মিথ্যা গুলির মধ্যে সেখানে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অবৈধ সম্পর্ককে আড়াল করার জন্য মিথ্যা বলে থাকে। যখন স্বামী এবং স্ত্রী স্বাধীনতার কারণে অবৈধ বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় । পরিশেষে যখন মিথ্যা প্রকাশ পায় তখন অশান্তি শুরু হয়। তারপর ব্যাপারটা ডিভোর্স পর্যন্তও গড়িয়ে যায় ।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদের মধ্যেও যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, তালাক এবং খোলার ব্যাপারটা এই জন্যই সামনে আসে কারণ সেখানে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। অথচ এই মানবীয় প্রবৃত্তিকেই সামনে রেখে আমাদের নিকাহের খোতবাতে যে আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করার কথা বলা হয়েছে সেখানে এই আয়াতও অন্তর্গত يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ সরল কথা বল, (সূরা আহ্যাব : ৭১) ।

আরও বলেন, يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ (তাহলে) তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে-ই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে থাকে, (সূরা আহ্যাব : ৭২)।

তিনি বলেন, যখন স্বাধীনতার নামে পর্দার অবসান ঘটে সেক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, যার ফলে মিথ্যার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে এবং এমন একটা ধারাবাহিকতা চলতে থাকে যা শেষ হবার নয়।

তিনি বলেন, যাহোক আল্লাহতা'লা এখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সততার উপর এতটাই জোর দিয়েছেন যে, যেন কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং সততার উৎকর্ষতা যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর ফলশ্রুতিতে যেখানে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধুর্য বজায় থাকবে তোমাদের সন্তানাদিও বহুবিধ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহতা'লা তোমাদের পাপ সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন এবং উচ্চ মর্যাদা এবং সফলতা দান করবেন। অতএব এটাই হল ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও যে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না তার চাইতে দুর্ভাগ্যশালী আর কে হতে পারে।

সুতরাং আমাদের নিজেদের সততার মানদন্ডকে যাচাই করা এবং এর পর্যালোচনা করা উচিত। সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ্তা'লা বলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। আল্লাহ্তালা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের সম্পর্কে বলেন, وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

অর্থাৎ আর (তারাও রহমান আল্লাহর বান্দা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, (সূরা ফুরকান : ৭৩)।

তিনি বলেন যে, যদি আমরা রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা এবং ঈমানে অগ্রগতি লাভ করতে চাই তাহলে মিথ্যাকে পরিহার করতে হবে। আমাদের সততার মানদন্ড কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমার এখন এই উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, তোমরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়োনা কেননা চরম নিকৃষ্ট ছাড়া অন্যায়ভাবে কে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়? আমি বলছি অবিচারের উপরে জিদ করে সত্যকে বিনাশ করো না। সত্যকে গ্রহণ করো তা সে একটি শিশুর নিকট থেকে হলেও। সত্যের উপর অবিচল থাক এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। যেমন সর্ব শক্তিমান আল্লাহতা'লা বলেন, اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর, (সূরা হজ্জ : ৩১)। অর্থাৎ মিথ্যাও একটা প্রতিমার ন্যায়।

তিনি (আ.) বলেন, যে জিনিস তোমাদের কিবলামুখি হওয়া থেকে বিরত রাখে তোমাদের জন্য তা প্রতিমা স্বরূপ। সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর তা সে তোমাদের পিতা-মাতা, ভাই অথবা বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধেই হোক না কেন।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাতা হিসাবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমন কি সেই (সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার এবং নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও, (সূরা নিসা : ১৩৬)।

সুতরাং সত্যের এটিই মানদন্ড। এটা নিশ্চিত যে ন্যায়ের একটি মর্যাদা আছে কিন্তু ন্যায় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সততা না থাকবে। সুতরাং একজন মুমিনের এই মানদন্ডে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। খোদাতা'লা ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কে যা কিনা সততার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয় বলেন,

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

আর মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেওয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমা লঙ্ঘনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুন্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা কর, (সূরা মায়েদা : ৩)। তিনি বলেন যে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক কেননা তাকওয়া এর মধ্যেই নিহীত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, আমি সত্য সত্যই বলছি যে, শত্রুদের প্রতি সৌহার্দ প্রদর্শন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু শত্রুদের অধিকার রক্ষা করা এবং মোকদ্দমাতে ন্যায়বিচারকে জলাঞ্জলি দেওয়া খুব মুশকিল এবং শুধুমাত্র সাহসীদের জন্য প্রজোয্য। তিনি বলেন যে, খোদাতা'লা এই আয়াতে ভালোবাসার উল্লেখ করেন নি বরং ভালোবাসার মানদন্ডকে উল্লেখ করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি সততা ও ন্যায়কে জলাঞ্জলি না দিয়ে নিজ চিরশত্রুর সঙ্গে ন্যায়বিচার করবে সেই ব্যাক্তিই প্রকৃতরূপে প্রেমিক সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং একজন মুমিনের সততার মানদন্ড এটাই যে, একজন শত্রুকেও কষ্ট দেওয়ার জন্য কখনো মিথ্যা বলে না। যখন শত্রুদের প্রতি এই মানদন্ড হবে সেক্ষেত্রে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সততা বৃদ্ধির কারণে ভালোবাসার মর্যদা বৃদ্ধি পাবে এবং ভালোবাসায় কখনো মিথ্যা স্থান পাবে না। আল্লাহতা'লা আমাদের সবাইকে এই কথা বোঝার তৌফিক দান করুন। বরং সততা থেকে এগিয়ে সরল ও সুদৃঢ় পথের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করুন।

তিনি বলেন, পুনরায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুন্য (নেকী) যা মুমিনদের 'খাল্‌ক' (নৈতিক চরিত্র)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহতা'লার নৈকট্য প্রদান কারী তা হল নম্রতা ও অহঙ্কর থেকে বিরত থাকা। অহঙ্কারীদের সম্পর্কে আল্লাহতা'লা বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ আর (অহঙ্কারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ কোন অহঙ্কারী (ও) দাম্ভিককে পছন্দ করেন না,(সূরা লুকমান : ১৯)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, অহঙ্কার শয়তান থেকে উদ্ভূত এবং শয়তানী কর্মে প্ররোচিত করে। যতক্ষণ

পর্যন্ত মানুষ এর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি না করবে এটি সত্য গ্রহণে এবং ঐশী পুরষ্কারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কোন ভাবেই অহঙ্কার করা উচিত নয়, তা সে জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক বা ধন-দৌলতের ক্ষেত্রে অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি বা বংশের কারণেই হোক না কেন। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সকল জিনিস গুলি থেকে অহঙ্কার তৈরী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অহঙ্কার থেকে নিজেকে মুক্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানীয় হতে পারবে না। শয়তানও অহঙ্কার করেছিল এবং আদম থেকে নিজেকে উন্নত মনে করেছিল এবং বলেছিল যে, اَنَا خَيۡرٌ مِّنۡهُ ؕ خَلَقۡتَنِىۡ مِنۡ نَّارٍ وَّخَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِيۡنٍ আমি তার চাইতে উত্তম। তুমি আমাকে অগ্নি (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা-মাটির (স্বভাব) দিয়ে, (সূরা আরাফ : ১৩)। এর ফল এই দাঁড়ালো যে, সে খোদাতা'লার নিকট হতে বিতাড়িত হল এবং আদম নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহের অংশীদার হল। সে জানত যে, খোদাতা'লার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোন কিছু সম্ভব নয়। এইজন্য সে দোয়া করেছিল যে, رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا ۖ وَاِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা নিজেদের উপর অবিচার করেছি আর তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে এবং আমাদের উপর কৃপা না করলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, (সূরা আরাফ : ২৪)। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জামাতকে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, এই দোয়া পড়তে থাকা উচিত। আজকাল শেষ দশক অতিবাহিত হচ্ছে। আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং ঐশী করুণা লাভের জন্য এ দোয়া করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হল মানুষ যেন নিজেকে বন্দি এবং অস্তিত্বহীন মনে করে এবং আল্লাহতা'লার দরবারে অবনত হয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে ঐশী করুণা প্রার্থণা করে এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি কামনা করে, যা আত্মার প্রবৃত্তিকে জ্বালিয়ে দেয় এবং পুন্যের প্রতি শক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তির উত্তেজনার যে কদর্যতা এবং অসৎ চরিত্র ও গর্ব ইত্যাদি আকারে প্রকাশ হয়ে থাকে এগুলির উপর মৃত্যু আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কৃপা না হবে। এটাই কারণ যে, যখন আঁ হযরত (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি কি আপনার কর্মের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবেন? তিনি বলেছিলেন কখোনই নয় বরং খোদাতা'লার অনুগ্রহে।

তিনি (আ.) বলেন, নবীগণ কখনোও কোন শক্তি ও মর্যাদাকে নিজেদের প্রতি আরোপ করতেন না। তারা খোদাতা'লা কর্তৃক লাভ করতেন এবং তাঁরই নাম উচ্চারণ করতেন। হুজুর (আই.) বলেন, সুতরাং নবীগণ যারা আল্লাহতা'লার প্রিয়ভাজন হয়ে থাকেন তাদের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে একজন সাধারণ মানুষের কতটা বিনয় প্রদর্শন করা এবং আল্লাহতা'লার পুরষ্কারাজির উপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কতটা অবনত হওয়া উচিত।

আল্লাহতা'লা আমাদের আঁ হযরত (সা.) এর সুন্নত এবং তাঁর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়ে সমস্ত অশ্লিলতা থেকে পরিত্রাণের এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী লাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমাদের সততায় যেন সেই উৎকর্ষতা লাভ হয় যা আল্লাতা'লার নৈকট্য অর্জনকারী এবং আমাদের বিনয়েও সেই পর্যায় লাভ হয় যা আল্লাহতা'লার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতের এমন সদস্য যেন হতে পারি যেমনটি তিনি আমাদের নিকট আশা ব্যক্ত করেছেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba) Bangla, 16th June, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, piran para, 731243, Birbhum, W.B